দৈনিক সংবাদ

JUN. 06 2002

JUN 07 2002

তারিখ ...

পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

১ লাখ টাকা চাঁদা দাবি

মাদ্রাসার প্রভাষক পদে নিয়োগ পরীক্ষায় পরপর তিনবার ১ম স্থান অধিকার করার পরও চাকরি মিলছে না

বেড়া (পাবনা) থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ চলনবিলের তাড়াশ উপজেলা সদরে অবস্থিত আলিম মাদ্রাসার প্রভাষক পদে নিয়োগ পরীক্ষায় পরপর ৩বার ১ম স্থান অধিকার করা সত্ত্বেও এক প্রার্থী নিয়োগ পাচ্ছে না।

মাদ্রাসা সুপারের দাবিকৃত অর্থ পরিশোধে অক্ষমতাই প্রার্থীর নিয়োগ-প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রধান বাধা বলে জানা গেছে।

গত বছর অক্টোবর মাসে তাড়াশ আলিম মাদ্রাসায় আরবী ভাষায় প্রভাষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি পত্রিকায় প্রকাশের পর ৩ জন প্রার্থী আবেদন করে।

বিধিমোতাবেক লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় নুরুল ইসলাম নামে এক প্রার্থী প্রথম হয়; কিন্তু তাকে নিয়োগদানের জন্য মাদ্রাসার সুপার ৭০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে। দরিদ্র নূরুল ইসলাম এ ব্যাপারে তার অপারগতা প্রকাশ করলে ফলাফল বাতিল করে ডিসেম্বর মাসে আবার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ এবং লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। ওই পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ৪ জনের মধ্যে নূরুল ইসলাম প্রথম হয়। তবে এবার চাঁদার পরিমান বাড়িয়ে ১ লাখ টাকা করা হয়।

প্রার্থী ওই টাকা প্রদানে অস্বীকৃতি জানালে ফলাফল বাতিল করে মার্চ মাসেও একইভাবে পরীক্ষার আয়োজন করা হয়। তৃতীয়বারের পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ৬ জনের মধ্যে নূরুল ইসলামই প্রথম হয়। বরাবরের মতো এবারও ফলাফল বাতিল করায় স্থানীয় জনমনে তীব্র ক্ষোভ ও অসন্তোষ দেখা দেয়। এ ব্যাপারে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, ১৯৯৪ সালে তাড়াশ মাদ্রাসায় আলিম ক্লাস খোলার পর থেকে ভুয়া শিক্ষক দেখিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি নেয়া, শিক্ষার্থীদের নকলের সুযোগ করে দেয়াসহ নানারকম দুর্নীতি চলছে বলে অভিযোগ রয়েছে।